মানহানি
Defamation

আই. এম. এম. মহসীন

রহিম ল' বুক হাউস

সূচিপত্র

১। মানহানি আলোচনা ২১
২। বিচারিক কাজের ক্ষেত্রে নিন্দাবাদ ২৪
৩। আদালতের উপর সাংবাদিকের অধিকার ২৪
দণ্ডবিধি, ১৮৬০ ২৬
মানহানি সংক্রান্ত ধারা ৪৯৯ হইতে ৫০২ পর্যন্ত ২৬
ধারা-৪৯৯। মানহানি ২৬
ধারা-৫০০। মানহানির শাস্তি : ৩২
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৩২
(১) বিচার প্রক্রিয়া : ৩২
(২) মানহানির জন্য দেওয়ানি বা ফৌজদারি আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করা যায় ৩২
(৩) মানহানির প্রকৃতি : ৩২
(৪) পত্রিকার সম্পাদককে সতর্ক হইতে হইবে : ৩২
(৫) কোম্পানির মানহানি : ৩৩
(৬) চরিত্র : ৩৩
(৭) তুচ্ছ অভিযোগে মানহানি ৩৩
(৮) বিচার সম্বন্ধীয় কার্যক্রম : ৩৩
(৯) ব্যতিক্রম : ৩৪
(১০) কারাদণ্ডের প্রকৃতি : ৩৪
(১১) সরল বিশ্বাস : ৩৪
(১২) প্রচারের ক্ষেত্রে মানহানি: ৩৪
(১৩) প্রকাশনার দ্বারা মানহানি: ৩৪
(১৪) সঠিক মন্তব্য প্রকাশ: ৩৪
(১৫) সম্পাদকের দায়বদ্ধতা: ৩৪
(১৬) ব্যতিক্রম: ৩৫
(১৭) দোষারোপ সত্য হইতে হইবে ৩৫

(১৮) বিবৃতি সত্য হওয়া আবশ্যক: ৩৫
(১৯) নালিশী ব্যক্তি: ৩৫
(২০) বিলম্বিত নালিশ দায়ের: ৩৫
ধারা-৫০১। মানহানিকর বলিয়া বিদিত বস্তু মুদ্রণ বা খোদাইকরণ ৩৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৩৬
বিচার প্রক্রিয়া : ৩৬
৫০২। মানহানিকর বিষয় মুদ্রিত বা খোদাই করা বস্তু বিক্রয় : ৩৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৩৭
বিচার প্রক্রিয়া : ৩৭
দণ্ডবিধি, ১৮৬০ ৩৭
ধারা-১৫৩ ক। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি ৩৭
বিচার প্রক্রিয়া : ৩৭
ধারা-৫০৪। শান্তিভঙ্গের প্ররোচনাদানের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান ৩৭
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৩৮
বিচার প্রক্রিয়া : ৩৮
তামাদি আইনে মানহানি-সংক্রান্ত বিধান ৩৮
মানহানিকর বক্তব্য : ৩৮
The Limitation Act, 1908 ৩৯
১৮৬০ সনের দন্ডবিধি ৪০
ধারা ১২০খ। অপরাধজনক ষড়যন্ত্রের শাস্তি ৪০
১৮৬০ সনের দন্ডবিধি
ধারা-১২৪। রাষ্ট্রপ্রধান প্রমুখকে কোন আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগে বাধ্য করিবার কিংবা উহার প্রয়োগ হইতে বিরত রাখিবার জন্য আক্রমন করা ৪০
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ৪১
১। সরকারের অনুমোদন ৪১
২। বিচার প্রক্রিয়া ৪১
ধারা ১২৪ক। রাষ্ট্রদ্রোহিতা ৪১
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ৪১
১। সরকারের অনুমোদন: ৪১
২। সরকারের সমালোচনা: ৪১

৩। বিচার প্রক্রিয়া: ৪২

১৮৬০ সনের দন্ডবিধি

ধারা-৫১১। যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা কারাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা করিবার শাস্তি ৪২

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ৪২

১। বিচার প্রক্রিয়া: ৪২

২। কারাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধের চেষ্টা: ৪২

ICT আইন ২০০৬ এর ৫৬ ও ৫৭ ধারা:

৫৬। কম্পিউটার সিস্টেমের হ্যাকিং সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড ৪৩

৫৭। ইলেক্ট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড ৪৩

মানহানি

বাংলাদেশে মানহানি সম্পর্কিত মামলাসমূহের বিবরণ:

১। দৈনিক বাংলা পত্রিকা "প্রথম আলোর" বিরুদ্ধে মামলা: ৪৪

২। দৈনিক বাংলা পত্রিকা "আমার দেশ" এর বিরুদ্ধে মামলা: ৪৪

৩। মানবাধিকার সংস্থা (এনজিও) "অধিকার" এর বিরুদ্ধে মামলা: ৪৪

৪। ফেস্‌বুক এবং ব্লগে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ক্ষতিকর প্রতিবেদন লেখা: ৪৪

Some Defamation Cases in Bangladesh under the Information and Communication Technology (ICT) Act, 2006 and Penal Code, 1860 are given below:-

1) Adilur Rahman Khan's Case: ৪৫

2) Four Bloggers Case: ৪৫

3) Mahmudur Rahman Khan's Case: ৪৫

4) Prothom Alo Case: ৪৬

DEFAMATION

Introduction ৪৭

Definitions ৪৭

Classification of defamation : ৪৮

Lebel jointly committed ৪৯

Newspaper Libel ৫০

References : ৫২

What defamation defines : ৫৩

LIBEL AND SLANDER ৫৩

DISTINCTION BETWEEN CIVIL LAW AND CRIMINAL LAW OF DEFAMATION: ৫৪

CIVIL ৫৪

CRIMINAL ৫৫

Libel ৫৫

ABSENCE OF LAWFUL JUSTIFICATION ৫৭

JUSTIFICATION : ৫৭

FAIR COMMENT ৫৮

PRIVILEGE : ৫৮

FAIR REPORTS OF PROCEEDING IN COURTS OF LAW ৬৩

FAIR COMMENT DISTINGUISHED FROM JUSTIFICATION AND PRIVILEGE ৬৪

MALICE IN AN ACTION OF DEFAMATION ৬৫

PENAL CODE, 1860

[Defamation- Sections 499 to 502]

CHAPTER XXI

OF DEFAMATION

S. 499. Defamation. ৬৬

Case Law ৬৬

Section 500. Punishment for defamation ৭৯

Case Law ৭৯

501. Printing or engraving matter known to be defamatory৮৯

502. Sale of printed or engraved substance containing defamatory matter ৮৯

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ এবং প্রবর্তন ৯১

২। সংজ্ঞা ৯১

৩। আইনের প্রাধান্য ৯৪

৪। আইনের অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ ৯৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড

৫। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর দ্বারা ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সত্যায়ন ৯৫

৬। ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের আইনানুগ স্বীকৃতি ৯৫

৭। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের আইনানুগ স্বীকৃতি ৯৫

৮। সরকারী অফিস, ইত্যাদিতে ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড এবং ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের ব্যবহার ৯৬

৯। ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ ৯৬

১০। ইলেক্ট্রনিক গেজেট ৯৭

১১। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে দলিল গ্রহণের বাধ্যবাধকতা না থাকা ৯৭

১২। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর বিষয়ে বিধি প্রণয়ন ৯৭

তৃতীয় অধ্যায়

ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের স্বীকৃতি, প্রাপ্তি স্বীকার ও প্রেরণ

১৩। স্বীকৃতি ৯৮

১৪। প্রাপ্তি স্বীকার ৯৯

১৫। ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড প্রেরণ ও গ্রহণের সময় এবং স্থান ১০০

চতুর্থ অধ্যায়

নিরাপদ ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড ও নিরাপদ ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর

১৬। নিরাপদ ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড ১০১

১৭। নিরাপদ ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ১০১

পঞ্চম অধ্যায়

নিয়ন্ত্রক ও সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

১৮। সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য কর্মকর্তা ১০২

১৯। নিয়ন্ত্রের কার্যাবলী ১০২

২০। বিদেশী সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে স্বীকৃতি ১০৩
২১। নিয়ন্ত্রকের সংরক্ষণাধার (repository) হিসাবে দায়িত্ব পালন ১০৪
২২। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য লাইসেন্স ১০৪
২৩। লাইসেন্সের জন্য আবেদন ১০৪
২৪। লাইসেন্স নবায়ন ১০৪
২৫। লাইসেন্স মঞ্জুর বা অগ্রাহ্য করিবার প্রক্রিয়া ১০৫
২৬। লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিতকরণ ১০৫
২৭। লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিতের নোটিশ ১০৫
২৮। ক্ষমতা অর্পণ ১০৬
২৯। তদন্তের ক্ষমতা ১০৬
৩০। কম্পিউটার এবং উহাতে ধারণকৃত উপাত্তে প্রবেশ ১০৬
৩১। কতিপয় বিষয়ে সার্টিফি. প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় বিধান ১০৬
৩২। সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন, ইত্যাদির, প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ ১০৭
৩৩। লাইসেন্স প্রদর্শন ১০৭
৩৪। লাইসেন্স সমর্পণ ১০৭
৩৫। কতিপয় বিষয় প্রকাশ করা ১০৭
৩৬। সার্টিফিকেট ইস্যুকরণ ১০৮
৩৭। সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিশ্চয়তা প্রদান ১০৮
৩৮। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বাতিল ১০৯
৩৯। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট স্থগিতকরণ ১০৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রাহকের দায়িত্বাবলী

৪০। বাতিল বা স্থগিতকরণের নোটিশ ১১০
৪১। নিরাপত্তা পদ্ধতির প্রয়োগ ১১০
৪২। নিরাপত্তা পদ্ধতির প্রয়োগ ১১০
৪৩। সার্টিফিকেট পাইবার ক্ষেত্রে উপস্থাপিত তথ্য সম্পর্কে অনুমান ১১০
৪৪। গ্রাহকের নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ১১১

সপ্তম অধ্যায়

আইনের বিধান লংঘন, প্রতিবিধান ও জরিমানা আরোপ, ইত্যাদি

৪৫। নির্দেশ প্রদানে নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা ১১১
৪৬। জরুরী পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রকের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা ১১১
৪৭। সংরক্ষিত সিস্টেম ঘোষণার ক্ষমতা ১১১
৪৮। ডকুমেন্ট, রিটার্ন ও রিপোর্ট প্রদানে ব্যর্থতার প্রতিবিধান ১১২
৪৯। তথ্য, বই, ইত্যাদি জমা করিতে ব্যর্থতার প্রতিবিধান ১১২

৫০। হিসাব বই বা রেকর্ড সংরক্ষণে ব্যর্থতার প্রতিবিধান ১১২
৫১। অন্যান্য ক্ষেত্রে জরিমানা ১১২
৫২। সম্ভাব্য লংঘনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশদানের ক্ষমতা ১১২
৫৩। জরিমানা ১১৩

অষ্টম অধ্যায়

অপরাধ, তদন্ত, বিচার, দণ্ড ইত্যাদি

অংশ-১

অপরাধ ও দণ্ড

৫৪। কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ইত্যাদির অনিষ্ট সাধন ও দণ্ড ১১৪
৫৫। কম্পিউটার সোর্স কোড পরিবর্তন সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড ১১৬
৫৬। কম্পিউটার সিস্টেমের হ্যাকিং সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড ১১৬
৫৭। ইলেক্ট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড ১১৬
৫৮। লাইসেন্স সমর্পণে ব্যর্থতা ও উহার দণ্ড ১১৭
৫৯। নির্দেশ লংঘন সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড ১১৭
৬০। জরুরী পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রকের নির্দেশ অমান্যে দণ্ড ১১৭
৬১। সংরক্ষিত সিস্টেমে প্রবেশ সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড ১১৮
৬২। মিথ্যা প্রতিনিধিত্ব ও তথ্য গোপন সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড ১১৮
৬৩। গোপনীয়তা প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড ১১৮
৬৪। ভুয়া ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড ১১৮
৬৫। প্রতারণার উদ্দেশ্যে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রকাশ, ইত্যাদি সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড ১১৯
৬৬। কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধ সংঘটন ও উহার দণ্ড ১১৯
৬৭। কোম্পানী, ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন ১১৯

অংশ-২

সাইবার ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা, অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল, ইত্যাদি

৬৮। সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠন ১২০
৬৯। সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচার পদ্ধতি ১২১
৭০। ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ ১২১
৭১। জামিন সংক্রান্ত বিধান ১২২
৭২। রায় প্রদানের সময়সীমা ১২২
৭৩। ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মামলা নিস্পত্তির নির্ধারিত সময়সীমা ১২২
৭৪। দায়রা আদালত কর্তৃক অপরাধের বিচার ১২৩
৭৫। দায়রা আদালত কর্তৃক অনুসরণীয় বিচার পদ্ধতি ১২৩
৭৬। অপরাধ তদন্তের ক্ষমতা, ইত্যাদি ১২৩

৭৭। বাজেয়াপ্তি ১২৪
৭৮। দণ্ড বা বাজেয়াপ্তকরণ অন্য কোন শাস্তি প্রদানে বাধা না হওয়া ১২৪
৭৯। কতিপয় ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী দায় না হওয়া ১২৪
৮০। আটক বা গ্রেফতারের ক্ষমতা ১২৫
৮১। তল্লাশী, ইত্যাদির পদ্ধতি ১২৫

অংশ-৩

সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন, ইত্যাদি

৮২। সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন ১২৫
৮৩। সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার ও পদ্ধতি ১২৫
৮৪। সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠিত না হইবার ক্ষেত্রে আপীল পদ্ধতি ১২৬

নবম অধ্যায়

বিবিধ

৮৫। জনসেবক ১২৬
৮৬। সরল বিশ্বাসে কৃত কর্ম রক্ষণ ১২৬
৮৭। কতিপয় আইনে ব্যবহৃত কতিপয় সংজ্ঞার বর্ধিত অর্থে প্রয়োগ ১২৬
৮৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ১২৭
৮৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ১২৮
৯০। মূল পাঠ ও ইংরেজিতে পাঠ ১২৮

আদালত অবমাননা আইন, ২০১৩
Contempt of Courts Act, 2013

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ১২৯
২। সংজ্ঞা ১২৯
৩। এই আইনের বিধানাবলীর অতিরিক্ততা ১৩০
৪। নির্দোষ প্রকাশনা বা বিতরণ অবমাননা নয় ১৩০
৫। পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ আদালত অবমাননা নহে ১৩১
৬। অধস্তন আদালতের সভাপতিত্বকারী বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ যখন আদালত অবমাননা নয় ১৩১
৭। কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত খাস কামরায় বা রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ আদালত অবমাননা নহে ১৩১
৮। আত্মপক্ষ সমর্থনে অন্য কোন যুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে এই আইন বাধা হইবে না ১৩২
৯। আদালত অবমাননার পরিধি বিস্তৃত না হওয়া ১৩২

১০। কতিপয় কর্ম আদালত অবমাননা নহে ১৩২
১১। আদালত অবমাননার অভিযোগ দায়ের ও নিস্পত্তির বিধান ১৩২
১২। হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার ১৩৪
১৩। আদালত অবমাননার শাস্তি, ইত্যাদি ১৩৪
১৪। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন ১৩৪
১৫। সুপ্রীম কোর্টে সংঘটিত আদালত অবমাননার ক্ষেত্রে কার্যপদ্ধতি ১৩৫
১৬। বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারকার্য সম্পাদনকারী অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক আদালত অবমাননা ১৩৬
১৭। আপীল ১৩৬
১৮। আপীল দায়েরের সময়সীমা ১৩৬
১৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ১৩৬
২০। রহিতকরণ ও হেফাজত ১৩৬

পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ১৩৭
২। সংজ্ঞা ১৩৭
৩। আইনের প্রাধান্য ১৩৮
৪। পর্নোগ্রাফি সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ ১৩৮
৫। তদন্ত ১৩৮
৬। তল্লাশী, জব্দ ইত্যাদি ১৩৯
৭। বিশেষজ্ঞ মতামতের সাক্ষ্যমূল্য ১৩৯
৮। দণ্ড ১৩৯
৯। কতিপয় ক্ষেত্রে আইনের অপ্রযোজ্যতা ১৪১
১০। অপরাধের আমলযোগ্যতা ১৪১
১১। বিচার পদ্ধতি ১৪১
১২। আপিল ১৪১
১৩। মিথ্যা মামলা, অভিযোগ দায়ের ইত্যাদির দণ্ড ১৪১
১৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ১৪২
১৫। আইনের ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ ১৪২
*** তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ১৪৩**
*** উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারি আত্তীকরণ আইন, ২০১৬ ১৬৮**

নিন্দাবাদ অপরিমেয় বিষয়কে স্পর্শ করতে পারে। কতিপয় বিষয়ের কথা আইনে বর্ণিত আছে। নৈতিক গুণ, বর্ণ, পেশা, খ্যাতি এবং দেহের নিন্দাবাদ আইনের চোখে মানহানিকর। পূর্ণ সংজ্ঞা দ্বারা নিন্দাবাদকে আবদ্ধ করতে চাইলে সকল বিষয় আকৃষ্ট না হওয়ার আশংকা থাকে। আবার যে নিন্দাবাদে সুনাম নষ্ট হয়, তার ধারণা যুগে যুগে বদলায়।

সংজ্ঞা না থাকায় একটা বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। বিচারকবৃন্দ সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিন্দাবাদের পরিচয় চিহ্নিত করতে পারেন।

দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্যক্তি সম্পর্কিত সুনাম নষ্টকারী নিন্দাবাদ প্রণয়ন এবং প্রকাশকে মানহানি বলা হয়। এই ধারার ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, নিন্দাবাদ অন্য লোকের ধারণায় কোন ব্যক্তির নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত গুণাবলী অবনমিত করে অথবা উক্ত ব্যক্তির বর্ণ বা পেশা সম্পর্কিত গুণাবলী হেয় করে বা উক্ত ব্যক্তির দেহকে ঘৃণাজনক বা অসম্মানজনক অবস্থায় রয়েছে বলে ঘোষণা করে বা উক্ত ব্যক্তির খ্যাতি বিনষ্ট করে তাই নিন্দাবাদ মানহানিকর। সকল কথায় মানহানি হয় না।

মৃত ব্যক্তির নিন্দাবাদও মানহানিকর হতে পারে। এমন কিছু বলা বা লেখা হয় বা মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায় মানহানিকর হতো এবং যা তার আত্মীয়-স্বজনের অনুভূতিকে আঘাত করে তবে সেগুলি মানহানিকর। কিন্তু এই নীতির কিছু ব্যক্তিক্রমও আছে। বস্তুনিষ্ট জীবনী রচনার উদ্দেশ্যে বা ইতিহাসকে সত্যাশ্রয়ী করার জন্য অনেক সময় মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু অপ্রীতির উক্তির অবতারণা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এগুলিকে মানহানিকর উক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয় না।

শুধুমাত্র ব্যক্তি বিশেষের যে মানহানি হয় তা নয়। কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা সংঘেরও মানহানি হতে পারে। ব্যক্তির সুনাম যেমন মূল্যবান তেমনি এই সকল প্রতিষ্ঠানের সুনামও মূল্যবান। ব্যক্তির সুনাম বিনষ্ট হলে যেমনি তার ক্ষতি হয়। তবে ব্যক্তির ব্যক্তিগত চরিত্র আছে, প্রতিষ্ঠানের নেই। প্রতিষ্ঠানের সুনাম তার কার্যকলাপে, সততায় এবং পরিচালনায়। যে প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ে বিলপ্ত সেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে দুর্নাম প্রচারিত হলে প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশ হতে পারে, এইরূপ দুর্নাম মানহানিকর হিসাবে গণ্য।

সুনাম ব্যক্তি জীবনের একটি অতি মূল্যবান সম্পদ। নিন্দাবাদ প্রকাশের দ্বারা এবং সুনাম বিনষ্ট বা খর্ব করা অবৈধ। নিন্দাবাদ যে তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই তথ্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নিন্দুকের।

সংবাদপত্রের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সংবাদ পরিবেশন। সকল মানুষের জানার যে অধিকার, সংবাদপত্র সেই অধিকার পূরণ করতে সহায়তা করে। যেহেতু মানুষ সংবাদ চায় এবং যেহেতু সংবাদপত্র সেই চাওয়াকে পূরণ করে, সেহেতু সংবাদপত্র সমাজে অতি গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা পায়। সংবাদপত্র মুদ্রিত হয় এবং এর মাধ্যমে সংবাদপত্রে পরিবেশিত সংবাদ স্থায়িত্ব লাভ করে। সংবাদপত্রকে তাই একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা হয়।

সাংবাদিক সত্যনিষ্ট হবে। তার তথ্য বস্তুনিষ্ট হবে। আইন তাকে কোন বিশেষ নিরাপত্তা দেয়নি।

দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সত্য দোষারোপ করা মানহানি বলে গণ্য হবে না, যদি উক্ত দোষারোপ জনমঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বা প্রকাশ করা হয়। এটি জনগণের মঙ্গলের জন্য কিনা তা একটি বিবেচ্য বিষয়।

বিচার চলাকালে বিচারক, বিচারের পক্ষবৃন্দ, সাক্ষী এবং আইনজীবীগণ সীমিত বিশেষাধিকার ভোগ করেন। বিচারক মুখে বা লিখিতভাবে যা কিছু বলেন বা লিখেন, তা যতই নিন্দাবাদমূলক হোক না কেন, তজ্জন্য তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে না। বিচারক বিচারের নথিতে বা তাদের রায়ে যে কোন উক্তি করতে অধিকারী। সেজন্য তাঁর নিকট কোন কৈফিয়ত চাওয়া যাবে না। তবে বিষয় বহির্ভূত বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করলে তাঁকে সদ্‌বিশ্বাস প্রমাণভাবে অপরাধী করা যায়। যারা দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে বাদী/বিবাদী অথবা আসামী/ফরিয়াদী হয়ে আসেন, তারা তাদের আরজীতে, জবাবে, দরখাস্তে বা এভিডেভিটে যে উক্তি করেন তা যতই নিন্দামূলক হোক, তা যদি তাদের কথা বা লেখার জন্য তারা সাধারণত অপরাধে দায়ী হবেন না। সাক্ষীবৃন্দ আদালতে যে কথা বলেন তা নিন্দাবাদ হলেও তা যদি স্বার্থ রক্ষার জন্য হয়, তবে তাকে মানহানির দায়ে পড়তে হবে না।

দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারার নবম ও দশম ব্যতিক্রমে বলা হয়েছে : অপর কোন ব্যক্তির চরিত্রের উপর দোষারোপ করা মানহানি বলে গণ্য হবে না যদি দোষারোপকারী নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির স্বার্থরক্ষার্থে বা জনকল্যাণের খাতিরে সদ্‌বিশ্বাসে উক্ত দোষারোপ করা হয়।

বিচারিক কাজের ক্ষেত্রে নিন্দাবাদ

লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, আদালতে যে সময় বিচারিক কার্যক্রম চলে উক্ত সময়ে আদালতের বিচারক যা বলেন বা লিখেন তাতে সাধারণতঃ তাঁর কোন অপরাধ হয় না; তিনি শর্তযুক্ত বিশেষাধিকার ভোগ করেন। বাদী-বিবাদী এবং ফরিয়াদী-আসামী তাদের নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে তাদের আরজীতে, জবাবে, দরখাস্তে, এভিডেভিটে বা জেরা-জবানবন্দিতে যাই লিখুন বা ব্যক্ত করুন না কেন, তদ্বারা তারা সাধারণতঃ মানহানির দায়ে অপরাধী হবেন না। তারাও শর্তযুক্ত বিশেষাধিকারের সুবিধাদি প্রাপ্ত হবেন। যারা সাক্ষ্য দিতে আসেন তারাও এই বিশেষাধিকারের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। মক্কেলের পরামর্শ অনুযায়ী আইনজীবীও যেকোন উক্তি আদালতে করতে পারেন এবং আইনের সীমার মধ্যে সাক্ষীকে যে কোন প্রশ্ন করতে পারেন।

আদালতের উপর সাংবাদিকের অধিকার

আদালতের উপর সাংবাদিকের অধিকার কতটুকু। বিচারালয়ের কার্যবিবরণীর সঠিক রিপোর্ট প্রকাশ করা বা তার ফলাফল প্রকাশ করা মানহানিকর নহে। বিচারক যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন তার দোষগুণ আলোচনা করা মানহানিকর নয়। মামলার পক্ষবৃন্দের বা সাক্ষীদের সম্পর্কে সৎ অভিমত প্রকাশ করা মানহানিকর নয়।

এখানে যে রিপোর্টের কথা ব্যক্ত করা হলো তা যে অক্ষরে অক্ষরে নিখুঁত হতে হবে, এইরূপ কোন দিকনির্দেশনা আইনে নেই। আদালতে সাক্ষীগণ কি বক্তব্য পেশ করেছে, আইনজীবীগণ কি আরগুমেন্ট উপস্থাপন করেছেন এবং বিচারক কি বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, এই সময় তথ্যাদি প্রকাশ করা সাংবাদিকের বিশেষাধিকারভুক্ত। এর মধ্যে মানহানির কিছু থাকলেও তাতে সাংবাদিক অপরাধী হবে না। আদালতের সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশ করা অবৈধ নহে।

অনেকে ধারণা পোষণ করেন যে, আদালতের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন সমালোচনা করা নিষিদ্ধ। তারা আরো মনে করেন যে, আদালতে সাক্ষীর আচরণ সম্পর্কেও মন্তব্য করা অবৈধ। তাদের এরূপ ধারণা অমূলক। মোকদ্দমা চূড়ান্ত ভাবে নিষ্পত্তি হয়ে যাবার পর বিচারকের সিদ্ধান্ত এবং পক্ষবৃন্দেরও সাক্ষীর আচরণ সম্বন্ধে সদ্‌বিশ্বাসে সমালোচনা করার অধিকার সাংবাদিকদের রয়েছে।

যারা আদালতের বিচারের বিষয় সম্পর্কে লেখেন ও প্রকাশ করেন, তারা সমাজের উপকার করেন। তারা যদি এমন কিছু দেখতে পান যা সমালোচনার যোগ্য সেক্ষেত্রে তারা ঐ বিষয় প্রকাশ করে সমাজের উপকার করেন। সংবাদপত্রের সম্পাদক বিচারকের সিদ্ধান্ত বা রায়কে মুক্তভাবে সমালোচনা করার এবং প্রয়োজনবোধে তিক্ত এবং কঠোর মন্তব্য করার অধিকার রাখেন। বিচারক যদি ভুল করে থাকেন, তবে কোথায় ভুল করেছেন তাও তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সাংবাদিককে স্মরণ রাখতে হবে যে, তাদের কোন কথা যেন অশোভন না হয় এবং তাদের উক্তির মধ্যে অসত্যতা না থাকে।

প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ পর্যায়ে শুধু অপরাধমূলক মানহানির বিষয় আলোচনা করছি। আদালত বিচারকালে কোন বিচারককে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান বা বাধা দিলে দণ্ডবিধির ২২৮ ধারা অনুযায়ী অপরাধ হয়। বিচারককে অপমান করলে বা বিচার কাজে তাঁকে প্রভাবিত করতে চাইলে সুপ্রিম কোর্ট *কনটেম্পট অব কোর্ট* আইনের অধীনে অপরাধীকে সাজা দিতে পারেন।

আদালতে বিচার চলাকালে বিচারক সম্পর্কীয় উক্তিকে বিন্দুমাত্র অবমাননা শাস্তির যোগ্য। বিচারকগণ আপাপবিদ্ধ বিচ্যুতিবিহীন মহামানব বা নরাবতার নহেন। কিন্তু তবুও মানবের বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিচারের ব্যাপারে বিচারের সময় বিচারককে সর্বপ্রকার সমালোচনার উর্ধ্বে রাখা হয়েছে। কোন মামলা যখন বিচারাধীন থাকে তখন সেই মামলার ফলাফল সম্পর্কে বিচারককে প্রভাবান্বিত করার কোন প্রচেষ্টা করা, বিচারকের নিরপেক্ষতার ইঙ্গিত করে সংবাদপত্রে কিছু প্রকাশ করা, বিচারকের নায্য আদেশ ও নিষেধ প্রতিপালন না করা আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।